74

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 OCT 1998
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

মুক্তিপণ আদায়ে অপহৃত কলেজ শিক্ষককে অন্য গ্রুপের কাছে বিক্রি !

শামছুর রহমান, *যশোর অফিস*

মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ করা কলেজ শিক্ষককে অন্য একটি গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল অপহরণকারীরা। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য ও চাঞ্চল্যকর মনে হলেও বাস্তবে তা ঘটেছে। আর এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে দুর্বৃত্তরা কতটাই বেপরোয়া। যদিও নিরাপত্তার ভয়ে সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অবস্থা জানা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

মেহেরপুর জেলার গাংনী ডিগ্রী কলেজের গণিতের শিক্ষক শহীদুল ইসলাম (৪০) গত ১৫ অক্টোবর রাতে তাঁর নিজ বাড়ি একই থানার কোদালকাটি থেকে অপহৃত হন। ওই গ্রামটি মটমোড়া ইউনিয়নের অধীন এবং তার অবস্থান থানা সদর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শহীদুল ইসলামের অপহরণকারীরা মুক্তিপণ বাবদ এক লাখ টাকা দাবি করে। তাঁকে নিয়ে আটক রাখা হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার খালিসাকুণ্ড এলাকায়। অপহরণে যুক্ত দুর্বৃত্তরা নিজেরাই একটি পেশাদার অপরাধ চক্রের সদস্য। তবে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) এক দল ছুট গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। মুক্তিপণ আদায়ে বিলম্ব হচ্ছে দেখে অপহরণকারীরা শহীদুলকে হারদী নামক এলাকায় একটি অপরাধী চক্রের কাছে বিক্রি করে দেয় বলে সূত্র জানায়। এদিকে শহীদুলের পরিবারের পক্ষে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দেয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। খালিসাকুণ্ড এলাকায় তার এক প্রভাবশালী আত্মীয় নিজস্ব চ্যানেলে যোগাযোগ করে দ্বিতীয় পক্ষের (হারদী গ্রুপ) কাছ থেকে গত ১৯ অক্টোবর শহীদুলকে মুক্ত করাতে সক্ষম হন।

এ ব্যাপারে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে। বুধবার টেলিফোনে গাংনী থানায় যোগাযোগ করলে ডিউটি অফিসার বলেন, মামলার অগ্রগতি নেই। ঘটনা সম্পর্কে গাংনী কলেজে কথা বললে শহীদুলের সহকর্মীরা বলেন, আপনারা যা শুনেছেন, সে সম্পর্কে হ্যাঁ কিংবা না বলার সাহস আমাদের নেই। স্থানীয় লোকজনও ভয়ে মুখ খুলতে চান না। বুধবার দুপুরে শহীদুল ইসলাম গ্রামের বাড়ি চলে যাওয়ায় তাঁর মন্তব্য নেয়া যায়নি। তবে দায়িত্বশীল স্থানীয় সূত্র বলেছে পুরো ঘটনাই সত্যি।

দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে চাঁদাবাজি, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, গোপন দলের নামে অর্থ নেয়া এসব চলছে এন্তার। কিন্তু অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়ে অপহৃতকে অন্য কোন গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দেয়ার খবর জানা যায়নি। এসব অপরাধী চক্রের দলনেতাদের পরিচয় সাধারণ মানুষ জানে। পুলিশ বলছে, মানুষ জানলেও সাক্ষী মেলে না। কেউ সাহায্যও দেয় না এদের আতঙ্কে।